দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ

কুমিল্লার মুরাদনগরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সংকটে ব্যাহত হইতেছে লেখাপড়া। ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, পাকা ভবন নির্মিত না-হওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, শিক্ষক, টয়লেট ও পানি সংকট এবং নোংরা পরিবেশসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত মুরাদনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। জানা যায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসে তিনজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহকারীর পদ শূন্য রহিয়াছে। উপজেলার ২০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ। ইহার মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই নাজুক। যে কোনো সময় ঘটিতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তাহা ছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৭০টি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রধান শিক্ষক ও ১০৫টি বিদ্যালয়ে ১৩৪ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। ১০০টি স্কুলে নাই বিদ্যুৎ সংযোগ। স্বভাবতই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। মৃত্যু, অবসর ও অনেক দিন হইতে পদোন্নতি বন্ধ থাকিবার কারণে এই শূন্য পদগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। জানা যায়, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের শূন্য পদের তালিকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে এবং নূতন ভবনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে জানানো হইয়াছে। কিন্তু এমন সংকট তো রাতারাতি সৃষ্টি হইবার কথা নহে। তাহা হইলে এতদবিষয়ে যাহাদের দেখভাল করিবার কথা—তাহারা কেন এতকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন? এই ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাই-বা কেন দায়সারা হইবে?

এই চিত্র কেবল কুমিল্লার মুরাদনগরের নহে, ইহা সারাদেশের বেশিরভাগ উপজেলারই সাধারণ দশা বলা যায়। বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিতে প্রয়োজন অবকাঠামোগত সুবিধাসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, শহরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত অবস্থা কিছুটা উন্নত হইলেও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২ হাজারের বেশি। তবে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া ও অবকাঠামোগত সংকটে নাজুক অবস্থায় রহিয়াছে প্রায় ২০ হাজার বিদ্যালয়। অর্থাৎ দেশের এক-তৃতীয়াংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নামমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম চলিতেছে। অথচ শিক্ষার প্রারম্ভিক পাঠটা শুরু হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মন ও মেধা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। এই বয়সে তাহাদের যাহা শেখান হয়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাহারা তাহা আত্মস্থ করিতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত পরিবেশের উন্নয়ন ও দক্ষ শিক্ষকও জরুরি। অনেক ক্ষেত্রেই এই সংস্কারের প্রশ্নে বলা হইয়া থাকে যে, শিক্ষায় বরাদ্দ অপ্রতুল। কিন্তু যতটুকু বরাদ্দ রহিয়াছে, সেই অর্থেরও যথাযথ ব্যবহার হয় না বহু ক্ষেত্রেই। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আরো সচেতন হইতে হইবে।